তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

গফরগাঁওয়ে কর্মকর্তাদের পকেটে বিদ্যালয় উন্নয়নের টাকা!

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

গফরগাঁওয়ে ২৩৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার ও মেরামত (মাইনর ক্যাটাগরি ও রুটিন মেইনটেনেন্স, পরিবেশ কার্যক্রম, টয়লেট মেরামতকরণ) কাজের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-তিন) ও স্লিপ কার্যক্রমের বরাদ্দ থেকে প্রতি অর্থ বছরে প্রায় কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও বেশিরভাগ প্রকল্পের কোনো কাজ হয় না। উপজেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা এলজিইডির এক শ্রেণির কর্মকর্তারা নামমাত্র কাজ দেখিয়ে পুরো প্রকল্পের টাকা পকেটে ভরছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১৩/১৪ অর্থ বছরে উপজেলার উদ্যি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের পাঠ উপযোগী সংস্কার কাজের জন্য দেড় লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখের মধ্যে কাজটি সম্পাদন করার কথা ছিল। ওই অর্থ বছরের জুন মাসে কাগজে কলমে কাজটি সম্পাদন দেখিয়ে উপজেলা এলজিইডির কাজ সম্পাদনের প্রত্যয়ন ও ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে বরাদ্দকৃত টাকা উত্তোলন করে নিজ অ্যাকাউন্টে রাখেন ওই সময়ের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান। স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলা হয় পরে টাকা দেওয়া হবে। গত দুই বছরের স্কুল কর্তৃপক্ষকে টাকা দেওয়া হয়নি।

সরেজমিনে চরমহুলন্দ কালীবাড়ির চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ২০১৫/১৬ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ওই বিদ্যালয় সংস্কার,কাজের জন্য এক লাখ টাকা বরাদ্দ হলেও নামমাত্র কাজ করে পুরো টাকা ,উত্তোলন করে ভাগ-ভাটোয়ারা করে নিয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা এলজিইডি অফিসের এক শ্রেণির কর্মকর্তারা।

উপজেলার পাইথল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কাউছার আকন্দ, ধোপাঘাট উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালউদ্দিন খানসহ অর্ধ শতাধিক প্রধান শিক্ষক জানান, রুটিন মেইনটেনেন্সের পাঁচ হাজার করে টাকা আমাদেরকে না দেওয়ায় স্কুলগুলো গত বর্ষায় ড্রেন পরিষ্কার, নলকূপ মেরামত, ওয়াশব্লক ও টয়লেটের জিনিসপত্র ক্রয়সহ প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারেনি।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম ঘলেন, রুটিন মেইনটেনেন্সের মাত্র পাঁচ হাজার করে টাকা নিতে স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকরা ইচ্ছুক নয় এজন্য এতদিনে কাজটি করা যায়নি।